IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Selina Hussainer 'Neel Mayurer Jouban': Otiter Binirman.

শিরোনাম: সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন': অতীতের বিনির্মাণ

Dr.Sarmistha Acharyya,

Assistant Professor and Head of the Department,

Sindri College, Sindri, District: Dhanbad, State: Jharkhand, India.

ডঃ শর্মিষ্ঠা আচার্য,

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান,

সিন্দ্রী কলেজ, সিন্দ্রী, জেলা: ধানবাদ, রাজ্য: ঝাড়খণ্ড, ভারত।

Abstract: Creation or deconstruction of literature is a great challenge for a writer. The review of the past in the contemporary context or the new one in the context of the past, analysis, Values or re-examination of values probably not only makes the quality of literature excellent, but also makes the reader concuss. Through deconstruction, a parallel linear formula is developed with the present, in which the multidimensionality of meaning is inserted. In the 19th century or earlier, there were many changes in people's thinking and consciousness, but people were hit by two consecutive world wars by which brought a radical change in the world of thought. In that sense the 20th century is the pasture of theoretical analysis. French Philosopher Jacques Derrida was one of its main pioneers. His mind and philosophical analysis extended postmodern philosophy in a different direction. Even today, the trend of divergent views and analysis of literature continues. Dr. Tapodhir Bhattacharya is an eminent discussant and pioneer of the Binirman theory in Bengali literature. In the proposed article there will be discussed about writer Selina Hossain's' most discussed novel 'Neel Mayurer Jouban' which is a search for roots of a race. Not only that re-evaluation of values, had transplantation of present in the older ones reflected.

Index Words: construction, deconstruction, contemporary, context, values, ultidimensionality, revisionism, symbolic, parallel, linear, and representative.

মূল প্রবন্ধ: বিশ ও একুশ শতকের যে সকল সাহিত্যিক পুরাণের মিথকে সমসাময়িক কালের সাহিত্যের সাথে মিশিয়ে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করে চলেছেন, নতুন সৃষ্টির দৃষ্টান্ত তৈরি করছেন, সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন তাঁদেরই অন্যতম একজন। লেখিকার জন্ম ১৯৪৭- এর ১৪ জুন নোয়াখালির লক্ষ্মীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। সারা পৃথিবী তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষবাষ্পে কবলিত। তাঁর জন্মের ঠিক দু'বছর আগে ১৯৪৫-এর ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলাফল স্বরূপ তাৎক্ষণিক আড়াই লক্ষেরও বেশি মানুষ নিহত হয় ও অগণিত মানুষ পঙ্গুত্বের শীকার হয়। ভারতবর্ষে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষ ভাবে দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৪৩- এর এই মন্বন্তর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান ভাগ হয়ে যায়। ভারতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত

হয়। অন্যদিকে ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবীতে ভাষা আন্দোলন ঘটে। লেখিকার জন্মস্থান রাজশাহী তখন তেভাগা আন্দোলনে উত্তপ্ত। জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল পরিবেশে একটু একটু করে বড়ো হয়ে ওঠেন তিনি। ফলাফল স্বরূপ শৈশবের পারিপার্শ্বিক ঘটনার আঁচ তাঁকে স্পর্শ করেছিল অচিরেই। অবচেতনেই দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এক সংবেদনশীল মানবিক চেতনা। তাঁর স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখিতে হাতেখড়ি। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' (১৯৬৯)- এর নামকরণের মধ্যে এক দ্যোতনা আছে। তিনি মানবিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে কখনো সরেন নি।

একুশ শতকের সূচনা লগ্নে দাঁড়িয়ে সেলিনা হোসেন রচনা করেন 'নীল ময়ূরের যৌবন'(১৯৮২)। উপন্যাসের পটভূমি হাজার বছরের পুরনো বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদের প্রাচীন কাল ও সমাজ ইতিহাস। আলোচ্য উপন্যাসে শুধু দুটি ভিন্ন সময় উপন্যাসের পটভূমি তে স্থান পায়নি। পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে হাজার বছরের পুরনো বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদের প্রাচীন কাল ও সমাজ ইতিহাস। লেখিকা শুধু সমাজজীবন ও যুগকেই চিহ্নিত করেননি; বরং অতীতের ভিত্তিভূমির উপর সমসাময়িক কালকে সমান্তরাল খাতে প্রবাহিত করেছেন।

সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ পরিবেশের শ্বাস রোধ করা আবহ এবং সেই নেতিবাচকতা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত। তাঁর লেখায় যেমন জায়গা করে নিয়েছে মূল্যবোধের অভাবে হীনমন্যতা ও রুচিহীনতায় ভোগা মধ্যবিত্ত শ্রেণি, অন্যদিকে বাঙালি জাতির অস্তিত্বের অনুসন্ধানের প্রয়াস। সেই সূত্র ধরেই মিথ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড়ের কাছে পৌঁছে দেন পাঠক সমাজকে। বর্তমানের দর্পনের সামনে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন অতীতকে।

সাহিত্য রচনা করতে গেলে লেখককে আগে পৌঁছতে হয় অতীতের শিকড়ের কাছে। অতীতকে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হয়। কারণ, অতীতের ভিত্তির উপরই নির্মিত হয় নতুনের সৌধ। এই বিষয়ে সেলিনা হোসেনের নিজস্ব মতামত---

> “সাহিত্য একজন মানুষের আত্ম-আবিষ্কার, সেজন্যই পাঠক তাঁর কাছে যাবেন। সাহিত্য ব্যক্তির দর্পণ- সেখানে তিনি নিজেকে দেখতে পান সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়। সেজন্যই যাবেন। পাঠক যাবেন তাঁর প্রয়োজনে, তাঁর অন্তরের টানে। আমার গল্প উপন্যাসের কাছে কেন যাবেন? ভাবার বিষয়। এ পর্যন্ত ধ্রুপদী কিছু তৈরি করেছি এ ধরনের প্রত্যাশার ধৃষ্টতা নেই। আদৌ কিছু হয় কি না সে বিচারও সময় করবে। শুধু এটুকু বলতে পারি যে নিজের মাটি এবং ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে দেশীয় চেতনায় আত্মস্থ করি বলেই পাঠক আমার রচনার কাছে আসবেন। ” ১

একটা ছোট্ট ভূখন্ডই শুধু প্রযোজন ছিল পরাধীন দেশবাসীর কাছে, যেখানে চারিদিক সবুজ,শস্য শ্যামল হয়ে থাকবে। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মত রক্তে প্রবাহিত হবে। এর চেয়ে বেশি চাওয়া ছিল না পরাধীন দেশবাসীর কাছে। কিন্তু সেখানেও রাষ্ট্র শক্তির চোখ রাঙানির সামনে পদে পদে হেনস্তা,লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হল ১৯৫২-র বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির আত্ম- উন্মোচন ঘটে। সেলিনা হোসেনের লেখায় মাতৃভাষার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার প্রতিফলন লক্ষিত। লেখিকা সেই অভিশপ্ত সময়কে মিলিয়ে দিলেন হাজার বছরের ফেলে আসা অতীতের সাথে। বর্তমানের জীবন, সমাজ বিন্যাস, ক্ষমতাবানের দোর্দণ্ড প্রতাপ,দুর্বলের অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা- এইসবই ভাষা খুঁজে পেয়েছে প্রাচীন চর্যার জীবন চিত্রের নব রূপায়নে।

উপন্যাসে আমরা দেখি কাহ্ন পা স্বভাবে কবি হলেও সে রাজদরবারে পাখা টানার কাজ করে। দরবারে রাজা উপস্থিত না থাকলেও সেই কাজ তাঁকে নিরলস ভাবে করে যেতে হয়। পাখা টানতে টানতে হাত যখন অবস হয়ে আসে তখন তাঁর মনের মধ্যে পংক্তি গুনগুনিয়ে ওঠে। এই পংক্তিতে কখনো থাকে ভালোবাসার কথা, কখনো থাকে প্রতিবাদের ভাষা। কিন্তু প্রতিবাদ তো সরাসরি করা সম্ভব নয়,তাই কবিতার আবরণ পড়িয়ে দিতে হয় প্রতিবাদের ভাষার শরীরে। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটে সংস্কৃতের জয়জয়কার সেখানে। সেখানে কাহ্ন কবির বাংলায় কবিতা পাঠের অধিকার নেই কোন। তাই--- "ব্রাহ্মণ্যবাদের এই পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু পথ খুঁজে পায় না।

> অলিএঁ কলিএঁ বাট রুন্ধেলা।
>
> তা দেখি কাহ্ন বিমনা ভইলা।।
>
> পাখা টানতে টানতে কাহ্নপাদ কেবলি নিজেকে প্রকাশের পথ খোঁজে। ভেতরে ভেতরে নিদারুণ জ্বালা গনগনে হাপরের মুখ খুলে রাখে,ও অমবরত পোড়ে। কোথায় গিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না। " ২

অথচ কাহ্ন পা চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত ভাষার স্থানে রাজদরবারে ভাষা হবে বাংলা। অন্যদিকে ভুসুকুপাদ জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসেও তাঁর বাড়ি-ঘর, গাছপালা, নদী সব নরকের মত মনে হতে লাগে। তাই তিনি আবার ঘর ছেড়ে চলে যেতে চান। তখন কাহ্ন পাদ তাঁকে আটকাতে চান, আর বলেন-'কেন যাবে? আমরা রয়েছি না? এই মাটি, নদী আমরা সবাই তোমার দুঃখ ভুলিয়ে দেবো ভুসুকু। ' জীবনের বিনিময়ে ভুসুকু আর কাহ্ন-র জীবন পুড়ে খাটি সোনা হয়ে গেছে। সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভুসুকুর কথায়-'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী'। ৩

অন্যদিকে দেবল ভদ্রের অত্যাচারে মৃত প্রায় কাহ্ন পাদ। অপরাধ কাহ্ন চেয়েছিলেন রাজদরবারে ভাষা হোক বাংলা ভাষা। ফলে তাঁর হাতের আঙুল কেটে দিয়ে, নৃশংস অত্যাচার করে অর্ধমৃত করে রাখা হয় তিলে তিলে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জীবনী শক্তির জোরে আবার মাতৃভাষার সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেশাখকে বলে ওঠেন---

> "এতোদিনে আমার ভুল ভেঙেছে দেশাখ। আমি এখন বুঝতে পারছি যে শুধু রাজদরবারই কোনো ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ওরা যতই সংস্কৃতের বড়াই করুক ওটা কারো মুখের ভাষা নয়। বাঁচিয়ে রাখবে কে?আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখেই বেঁচে থাকবে রে দেশাখ। "৪

আলোচ্য উপন্যাসে প্রেমের পুজারী শবরীর পরিচয় যেমন পাই, তেমনি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে সেই উদাহরণও মেলা। পুরুষ ও নারীর কাজে ভেদাভেদ না করে রামক্রীর অবর্তমানে তার স্ত্রী দেবকী একাই মদ চোলাই করা, খদ্দের আপ্যায়ন, কড়ির হিসেব রাখা ইত্যাদি সব কাজ একাই অবলীলায় করে ফেলে। বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নের যে বাস্তবতা আমরা অবলোকন করি, তার প্রতিফলন বহুপূর্বেই নারীর জীবনচর্চায় প্রতিফলিত হয়েছে সময়, সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী। অন্যদিকে সমাজ বহির্ভূত এক ডোম্বী রমনীর চরম সাহসিকতার পরিচয় পাই ডোম্বী চরিত্রটির রূপায়নে। দেবল ভদ্রের অত্যাচারে ডোম্বীর লাশ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তার অপরাধ---

> "ওই যে মেয়ে লোকটা নৌকা বাইতো!সাহস কত বামুনের গায়ে ছুরি বসিয়ে মেরে ফেলেছে। '৫

এই ঘটনা কাহ্নপা-এর পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছে। প্রাণ বাঁচাতে ওরা সবাই দূরে টিলার উপর আশ্রয় নিয়েছে। তখন বাতাসে কিসের গন্ধ ভেসে আসে। দেশাখ কাহ্নকে জিজ্ঞাসা করে এটা কিসের গন্ধ? কাহ্নর নির্লিপ্ত উত্তর ---

> " কেউ হয়তো আরামের ঘুম ঘুমিয়েছিল দেশাখ। জানতেও পারেনি। তাই আগুনে ছাই হয়ে গেছে। '৬

তখন কারোর আর সত্যিটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর তখনই চামড়া পোড়া গন্ধ বাতাসের প্রবল ঝাপটায় ওদের সবার নাকে,মুখে গলাগলিয়ে ঢোকে। আর তখন ভুসুকু প্রাণভরে সেই বাতাস নাকে টেনে নিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে আর বলেন---

> "কাহ্নিলা রে আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। '৭

যুগে যুগে এভাবেই তো নিপীড়িত,বঞ্চিত মানুষ ফুঁসতে থাকে আর তাঁদের সহনশীলতার বাঁধ যখন ভেঙে যায় তখন এই ভাবেই তাঁদের প্রতিবাদ,প্রতিরোধ ভাষা খুঁজে পায়। এভাবে মাতৃভাষাকে রাজদরবারের ভাষা করার দাবীতে হাজার বছরের পুরনো কাহ্ন পা-এর স্বপ্নের ভূখণ্ড আর বর্তমান বাংলাদেশের ভূখন্ড মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র:

১) সম্পাদক: মুসা, এ,আই,এম, পাতাপ্রকাশ, বাংলাদেশ, https://pataprakash.com

২) হোসেন, সেলিনা, নীল ময়ূরের যৌবন, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৫

৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১২৭

৪) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪২

৫) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪০

৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪৪

৭) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪৪

আকর গ্রন্থ:

১) সেলিনা হোসেন, নীল ময়ূরের যৌবন, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) ভট্টাচার্য, তপোধীর, জাক দেরিদা: তাঁর বিনির্মাণ, জানুয়ারি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭।

২) দাসগুপ্ত, শশিভূষণ, বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৮।

পত্রিকা:

১) আল মুজাহিদী সম্পাদনা, 'নতুন মাত্রা' পত্রিকা, অনন্য পৃথ্বীরাজ, 'সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ' নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭।

২) কামরুল ইসলাম সম্পাদনা, 'বহুমাত্রিক কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন' (সেলিনা হোসেনের ৭০তম জন্মবার্ষিকী পত্রিকা), বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশিত, জুন ২০১৭।

অন্তর্জাল:

১) শাহনাজ পারভীন, সেলিনা হোসেন পরিপ্রেক্ষিত কথাসাহিত্য, কালি ও কলম, জানুয়ারি ২০১৮।

https://www.kaliokalam.com

২) পাতাপ্রকাশ, সম্পাদক: এ,আই,এম, মুসা, বাংলাদেশ https://pataprokash.com